দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 22 FEB 2003
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

# বাংলাদেশসহ ২৫টি দেশের ছাত্রদের যুক্তরাষ্ট্রে সার্বক্ষণিক মনিটরিংয়ে রাখা হবে

নিউইয়র্ক থেকে এনা ঃ বিচার বিভাগ জানিয়েছে যে, বাংলাদেশসহ যে ২৫টি দেশকে বিশেষ রেজিস্ট্রেশনের আওতায় নেয়া হয়েছে সেসব দেশ থেকে স্টুডেন্ট ভিসায় যুক্তরাষ্ট্রে আগতদেরকে সার্বক্ষণিক মনিটরিংয়ে রাখা হবে। শুধু তাই নয়, এসব দেশ থেকে যেসব ছাত্র যুক্তরাষ্ট্রে এসেছেন কিংবা আসবেন তাদের গতিবিধিও মনিটরিংয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। বিচার বিভাগের মুখপাত্র ভার্জ মার্টিনেজ আমেরিকা নিউজ এজেন্সিকে এ তথ্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, এসব দেশের স্টুডেন্টদেরকে বিশেষ রেজিস্ট্রেশনেও অংশ নিতে হবে বছরে একবার করে। এই কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য স্টুডেন্ট এক্সচেঞ্জ ভিজিটর ইনফরমেশন সিস্টেম' অর্থাৎ সেভিস চালু করা হচ্ছে। এর আওতায় স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ফেডারেল গভর্নমেন্টকে বিদেশী ছাত্রের নাম, ঠিকানা, বয়স, কোন কোর্সে পড়ছেন কিংবা মেজর করছেন ইত্যাদি তথ্য জানাবে। এছাড়া কোন ছাত্রের বিরুদ্ধে যদি শৃঙ্খলা ভঙ্গের কোন অভিযোগ থেকে থাকে

৭-এর পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

## ২৫টি দেশের ছাত্রদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তাও জানাতে হবে। এই সিস্টেমের আওতায় এখনো যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আসেনি তাদেরকে বিদেশী ছাত্র ভর্তি করা থেকে বিরত থাকারও আহবান জানিয়েছে বিচার বিভাগ। আইএনএস'র কর্মকর্তা ক্রিস্টফার বেন্টলী এ প্রসঙ্গে বলেন, জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে এই পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। কেননা ১১ সেপ্টেম্বরে সন্ত্রাসী হামলায় অংশগ্রহণকারীদের তিনজনই যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিল স্টুডেন্ট ভিসায় এবং তারা যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের পর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ দেয়নি। এই বিষয়টি সকলকেই ভেবে দেখতে হবে।

এযাবৎ ৩৯০০ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সেভিস-এর আওতায় নেয়া হয়েছে এবং আরো ১৭৪৮টি অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে বলে বিচার বিভাগের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন। কর্মকর্তারা জানিয়েছেন যে, এমনও কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাদের বাস্তবে কোনই অস্তিত্ব নেই।